আসল ব্যাংকনোট চিনে নিন

১ জলছাপ:
আসল নোটে 'বাঘের মাথা' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এর জলছাপ রয়েছে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি বাঘের মাথার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। উভয়ই আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। তবে নকল নোটে জলছাপ অস্পষ্ট ও নিম্নমানের লক্ষ্য করা যাবে।

২ অসমতল ছাপা:
বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা অসমতল অনুভূত হয়; কিন্তু নকল নোটের ছাপা মসৃণ ও সমতল যা আসল নোটের মত হাতের স্পর্শে অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৩ অন্ধদের জন্য বিন্দু:
বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা তিনটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাত দিয়ে সহজেই অসমতল বা উঁচু-নীচু অনুভব করা যায়। কিন্তু নকল নোটে তা আসল নোটের মত অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

৪ রং পরিবর্তনশীল কালি:
বর্তমানে ১০০ টাকা মূল্যমানের প্রমিতাকারের (ছোট আকারে) রং পরিবর্তনশীল কালি (OVI) দ্বারা মুদ্রিত দুই ধরনের নোট প্রচলনে আছে। তন্মধ্যে এক ধরনের নোটে '100' লেখার উপর সরাসরি তাকালে সোনালী রং এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। অন্য ধরনের প্রমিতাকারের ১০০ টাকা নোটের '100' লেখার উপরের অংশে সরাসরি তাকালে মেজেন্টা (লালচে রং) এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। কিন্তু নকল টাকায় এভাবে রং পরিবর্তন হবে না।

নোটের সাইজ: ১৪২ X ৬৫ মিলিমিটার

৫ এপিঠ-ওপিঠ ছাপা:
নোটের বাম ও ডান প্রান্তে ফুলের নকশা নোটের উভয় পিঠে হুবহু একই স্থানে ছাপানো যা আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। নকল বা জাল নোটে উভয়দিকে এই নকশা মেলানো বেশ কঠিন হবে।

৬ উভয়দিক হতে দেখা:
নোটের উভয় দিকে একই স্থানে স্বচ্ছভাবে 'B' আকৃতি আছে যা আলোর বিপরীতে হুবহু একই জায়গায় ছাপা দেখা যাবে। নকল টাকায় এরূপ মুদ্রণ বেশ কঠিন হবে।

৭ অতি ছোট আকারের লেখা:
'BANGLADESH BANK' লেখাটি অতি ছোট আকারে বারবার লেখা আছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। শুধু আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে নকল নোটে আতশী কাচ (Magnifying glass) দ্বারা দেখলে শুধু একটি রেখা দেখা যাবে; আসল টাকার মত এত ক্ষুদ্র 'BANGLADESH BANK' লেখাটি পাওয়া যাবে না।

৮ রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা:
৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে কিন্তু পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতায় বিভিন্ন রং এর পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে উভয়দিক হতে সুতাটিতে 'বাংলাদেশ' লেখা শব্দটি উল্টা ও সোজাভাবে সম্পূর্ণ পড়া যাবে। কিন্তু নকল নোট নাড়াচাড়া করলে সুতার রং আসল নোটের মত পরিবর্তন হবে না এবং সুতায় লেখা 'বাংলাদেশ' শব্দটি আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে দেখা যাবে না বা পড়া যাবে না।

৯ লুকানো ছাপা:
এখানে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০' মুদ্রিত আছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌণিকভাবে তাকালেই দেখা যাবে। নকল নোটে এরূপ দেখা যাবে না।

১০ সীমানা-বর্জিত ছাপা:
নোটটির চারিদিকে কোন সাদা বর্ডার না রেখে বিশেষ ডিজাইনে ছাপানো। ফলে নোটটি মোড়ানো হলে বিপরীত দিকের প্রান্তের নকশা মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। নকল নোটে এরূপ মিলানো বেশ কঠিন হবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

আসল ব্যাংকনোট চিনে নিন

রং পরিবর্তনশীল কালি
বর্তমানে ৫০০ টাকা মূল্যমানের প্রমিতাকারের (ছোট আকারে) রং পরিবর্তনশীল কালি (OVI) দ্বারা মুদ্রিত দুই ধরনের নোট প্রচলনে আছে। তন্মধ্যে এক ধরনের নোটে 'পাঁচশত টাকা' লেখার উপর সরাসরি তাকালে মেজেন্টা (লালচে রং) এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। অন্য ধরনের প্রমিতাকারের ৫০০ টাকা নোটের '৫০০' লেখার উপরের অংশে সরাসরি তাকালে সোনালী রং এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে। কিন্তু নকল টাকায় এভাবে রং পরিবর্তন হবে না।

উভয়দিক হতে দেখা
নোটের উভয় দিকে একই স্থানে স্বচ্ছভাবে 'B' আকৃতি আছে যা আলোর বিপরীতে হুবহু একই জায়গায় ছাপা দেখা যাবে। নকল টাকায় এরূপ মুদ্রণ বেশ কঠিন হবে।

অসমতল ছাপা
বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা অসমতল অনুভূত হয়; কিন্তু নকল নোটের ছাপা মসৃণ ও সমতল যা আসল নোটের মত হাতের স্পর্শে অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু
বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা চারটি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাত দিয়ে সহজেই অসমতল বা উঁচু-নীচু অনুভব করা যায়। কিন্তু নকল নোটে তা আসল নোটের মত অসমতল বা উঁচু-নীচু মনে হবে না।

নোটের সাইজ: ১৪২ X ৬৫ মিলিমিটার

জলছাপ
আসল নোটে 'বাঘের মাথা' এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম' এর জলছাপ রয়েছে। ব্যাংকের মনোগ্রামটি বাঘের মাথার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। উভয়ই আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। তবে নকল নোটে জলছাপ অস্পষ্ট ও নিম্নমানের লক্ষ্য করা যাবে।

এপিঠ - ওপিঠ ছাপা
নোটের বাম ও ডান প্রান্তে ফুলের নকশা নোটের উভয় পিঠে হুবহু একই স্থানে ছাপানো যা আলোর বিপরীতে দেখা যাবে। নকল / জাল নোটে উভয় দিকে এই নকশা মিলানো বেশ কঠিন হবে।

সীমানা বর্জিত ছাপা
নোটটির চারিদিকে কোন সাদা বর্ডার না রেখে বিশেষ ডিজাইনে ছাপানো। ফলে নোটটি মোড়ানো হলে বিপরীত দিকের প্রান্তের নকশা মিলে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেবে। নকল নোটে এরূপ মিলানো বেশ কঠিন হবে।

অতি ছোট আকারের লেখা
'BANGLADESH BANK' লেখাটি অতি ছোট আকারে বারবার লেখা আছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। শুধু আতশী কাচ (Magnifying Glass) দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাবে। তবে নকল নোটে আতশী কাচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখলে শুধু একটি রেখা দেখা যাবে। আসল টাকার মত এতক্ষুদ্র 'BANGLADESH BANK' লেখাটি পাওয়া যাবে না।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা
৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে। কিন্তু নোটের পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতায় বিভিন্ন রং পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে নোটের উভয় দিক হতে সুতাটিতে 'বাংলাদেশ' লেখা শব্দটি উল্টা ও সোজাভাবে সম্পূর্ণ পড়া যাবে। কিন্তু নকল নোট নাড়াচাড়া করলে সুতার রং আসল নোটের মত পরিবর্তন হবে না এবং সুতায় লেখা 'বাংলাদেশ' শব্দটি আলোর বিপরীতে সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাবে না বা পড়া যাবে না।

লুকানো ছাপা
এখানে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '500' মুদ্রিত আছে যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কৌণিকভাবে তাকালেই দেখা যাবে। নকল নোটে এরূপ দেখা যাবে না।

পশ্চাদপট মুদ্রণ
নোটের উভয় পিঠে মূল নকশার পশ্চাদপটে ফুল-পাতা সম্বলিত সূক্ষ্ম লাইন এর সাথে ইংরেজীতে '500' ও বাংলায় '৫০০' লেখা মুদ্রিত আছে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

১০০০ টাকা ব্যাংকনোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য

(ক) প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১ নোটের সাইজ ১৬০ × ৭২ মি. মি. ২ বিশেষ প্রলেপযুক্ত উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী কাগজ ৩ বেশ চওড়া এবং আলোর বিপরীতে রং পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা সুতা ৪ নোটের উভয় পিঠে হাতের স্পর্শে খসখসে অনুভূত হওয়ার মত অসমতল/উঁচু-নীচু ছাপা ৫ নোটের সম্মুখভাগে ডান দিকের উপরের অংশে অংকে লেখা '১০০০' রং পরিবর্তনশীল কালিতে মুদ্রিত ৬ শাপলা ফুলের প্রতিকৃতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম ও অংকে লেখা '১০০০' এ তিনটি জলছাপ ৭ নোটের পশ্চাৎপিঠে বামপাশে খাড়াভাবে ৮ মি.মি. চওড়া রং পরিবর্তনশীল ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ।

(খ) প্রধান ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিবরণ ঃ

১ কাগজ ঃ নোটে বিশেষ প্রলেপ যুক্ত উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। কাগজের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে বিক্ষিপ্তভাবে রঙিন ফ্লোরোসেন্ট ফাইবার (Fluorescent Fibre) রয়েছে যা খালি চোখে দেখা যাবে না। কিন্তু অতি বেগুনী (Ultra Violet) আলোয় দেখলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল, নীল ও হলুদ রং-এ দৃশ্যমান হবে।

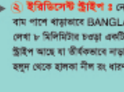

২ ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ ঃ নোটের পিছন দিকে বাম পাশে খাড়াভাবে BANGLADESH BANK লেখা ৮ মিলিমিটার চওড়া একটি হালকা ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ আছে যা তীর্যকভাবে নাড়াচাড়া করলে হালকা হলুদ থেকে হালকা নীল রং ধারণ করবে।

৩ রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ নোটের সম্মুখ ভাগে ডান দিকে উপরের অংশে অংকে লেখা '১০০০' রং পরিবর্তনশীল (Optically Variable Ink) কালিতে মুদ্রিত যা সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তীর্যকভাবে তাকালে সবুজ দেখা যাবে।

সম্মুখভাগ

৪ রং পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা সুতা ঃ ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতাটি নোটের সামনের দিকে ফোঁড় কেটে সেলাই করার মত রয়েছে। পিছনের দিকে সুতাটি কাগজের ভিতরে অবস্থিত। নোটটি নাড়াচাড়া করলে সুতার রং পরিবর্তন হবে। আলোর বিপরীতে উভয় পিঠ হতে সুতাটিতে '১০০০' টাকা লেখা সংখ্যাটি পড়া যাবে।

৫ জলছাপ ঃ নোটে প্রচলিত বাঘের মাথার জলছাপের পরিবর্তে শাপলা ফুলের প্রতিকৃতি জলছাপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের 'মনোগ্রাম' ও অংকে '1000' লেখা জলছাপ রয়েছে। 'মনোগ্রাম' ও '1000' লেখাটি শাপলার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। সকল জলছাপ আলোর বিপরীতে দৃশ্যমান হবে।

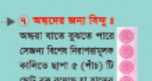

পশ্চাৎভাগ

নোটের সাইজঃ ১৬০ X ৭২ মি. মি.

৬ অসমতল ছাপা ঃ ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোটে বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে (Intaglio Print) ছাপা হয়েছে যা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে উঁচু-নীচু বা খসখসে অনুভূত হবে। নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে এরূপ ছাপা রয়েছে যা এই নোটটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

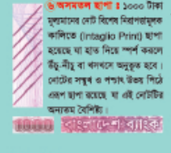

৭ অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ অন্ধরা যাতে বুঝতে পারে সেজন্য বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপা ৫ (পাঁচ) টি ছোট বৃত্ত রয়েছে যা হাতের স্পর্শে সহজে উঁচু-নীচু বা খসখসে অনুভূত হবে।

৮ উভয় পিঠ হতে দেখা যায় এমন ফুলের প্রতিকৃতি ঃ নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে একই স্থানে 'ফুলের প্রতিকৃতি' মুদ্রিত আছে যা উভয় পিঠ হতে একই স্থানে দেখা যাবে।

সম্মুখভাগ পশ্চাৎভাগ

৯ অতি ছোট আকারের লেখা (Micro text) ঃ নোটের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় পিঠে দৃশ্যমান সরু রেখাটিতে BANGLADESH BANK 1000 TAKA অতি সূক্ষ্ম আকারে বারবার লেখা হয়েছে যা শুধু আতশী কাঁচ (Magnifying Glass) দ্বারা দেখা যাবে।

১০ বিশেষভাবে ১০০০ লেখাটির মুদ্রণঃ ছোট আকারের BANGLADESH BANK লেখা দিয়ে নোটের পশ্চাৎভাগে বাম দিকে নীচে ও ডান দিকে উপরে '1000' মুদ্রিত আছে।

১১ লুকানো ছাপা ঃ এখানে সুপ্ত বা লুকানো ভাবে '১০০০' মুদ্রিত আছে যা স্বাভাবিক আলোয় তীর্যকভাবে তাকালে দেখা যাবে।

১২ নম্বর ঃ সিরিজ অপরিবর্তিত রেখে নোটের সম্মুখভাগে বামপাশে নীচে ইংরেজী ও ডানপাশে উপরে বাংলা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে যাতে কোনো একটি নম্বরে কেহ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোন পরিবর্তন (Tampering) করলে সহজেই ধরা পড়ে।

বাংলাদেশ ব্যাংক